বিএসইসি পুনর্গঠন করা প্রয়োজন

আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং সম্মেলন শুরু

- শেয়ারবাজারের ওপর মানুষের আস্থা নেই
- ভালো লোকদের দায়িত্ব দিলে আস্থা ফিরতে পারে
- ডিমিউচুয়ালাইজেশন সঠিকভাবে হয়নি

ঢাকায় বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম) ও অস্ট্রেলিয়ান একাডেমি অব বিজনেস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্স আয়োজিত দুই দিনব্যাপী এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিরা ● প্রথম আলো

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

সবাই বলে শেয়ারবাজারের ওপর মানুষের আস্থা নেই, এটা ঠিক। তবে আস্থার জন্য শেয়ারবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) কিছু সদস্য নিজেরাই শেয়ারবাজারে ব্যবসা করেছেন। এ ধরনের লোকজনের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাও নেওয়া হয়নি। এখন বিএসইসি পুনর্গঠন ও পূর্ণাঙ্গ ডিমিউচুয়ালাইজেশনই পারে শেয়ারবাজারের আস্থা ফিরিয়ে আনতে।

ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ে একটি আলোচনায় বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম) ও অস্ট্রেলিয়ান একাডেমি অব বিজনেস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সের যৌথ উদ্যোগে ব্যাংকার ও গবেষকদের জন্য আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রথম দিনে গতকাল রোববার এ আলোচনা হয়। তবে এ আলোচনায় ছয় বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপনের সূচি থাকলেও মাত্র দুই বিষয়ে উপস্থাপন হয়।

ইব্রাহিম খালেদ বলেন, 'শেয়ারবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা পুনর্গঠন করে ভালো লোকদের দায়িত্ব দিলে আস্থা ফিরতে পারে। সেটা এখনো হয়ে ওঠেনি। এ ছাড়া ডিমিউচুয়ালাইজেশন যা করা হয়েছে তা সঠিকভাবে হয়নি। ৬০ শতাংশ হয়েছে, ৪০ শতাংশ হয়নি। তবে ভারত সঠিকভাবে ডিমিউচুয়ালাইজেশন করতে পেরেছে। কীভাবে করেছে এ গল্প আমি অর্থমন্ত্রীকে একাধিকবার শুনিয়েছি। তাও কিছু হয়নি। ভারত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েছে, বাংলাদেশ পারেনি।'

বাংলাদেশের ব্যাংক, শেয়ারবাজার ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন নেহাল আহমেদ। এতে বলা হয়, বাংলাদেশে ব্যবসায়ী গ্রুপগুলো এখনো অর্থায়নের জন্য ব্যাংকের ওপর নির্ভরশীল। ইক্যুইটি ও ঋণবাজারে উন্নতির জন্য জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোকেও বেসরকারি খাতে অর্থায়নে দক্ষতা বাড়াতে হবে।

এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনায় বিএসইসির সাবেক সদস্য ইয়াসীন আলী বলেন, ৫০ কোটি টাকার বেশি মূলধন হলে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত হওয়ার নিয়ম থাকলেও কেউ তালিকাভুক্ত হচ্ছে না। তাদের কেউ বাধ্যও করতে পারছে না। বাংলাদেশে কোনো গ্রুপ ১০ হাজার কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করলেও তারা শেয়ারবাজারে আসছে না। এসব গ্রুপের নিশ্চয়ই ভালো প্রতিষ্ঠান আছে, তাদের আনতে হবে। বড় ঋণ নিতে হলে পুরো অর্থ ব্যাংক না দিয়ে শেয়ারবাজার থেকে কিছু অংশ সংগ্রহের বিধান করা যেতে পারে। ব্যাংক খাতের সবাই বড় গ্রাহকদের নিয়ে ভীত, তাদের শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত করে এ চাপ কমানো যেতে পারে।

খেলাপি ঋণে আটকে গেছে সুদের হার : সম্মেলনে অপর এক আলোচনায় সভাপতির বক্তব্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এস কে সুর চৌধুরী বলেন, খেলাপি ঋণের কারণে সুদের হার কমছে না। এ জন্য আগে খেলাপি ঋণ কমাতে হবে। খেলাপি ঋণ কমাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি ।

এ কর্ম অধিবেশনে ছয় বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপনের সূচি থাকলেও তিনটি উপস্থাপিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের সায়েরা ইউনুস ও আখতারুজ্জামানের বাংলাদেশের আমানতে ও ঋণের সুদের পার্থক্য (স্প্রেড) নির্ধারণ বিষয়ে প্রবন্ধে বলা হয়, ব্যাংকের পরিচালন ব্যয় ও কিছু গ্রুপের খেলাপি ঋণ কমিয়ে আনতে হবে। এ ছাড়া নগদ জমার হার এবং সঞ্চয়পত্রের সুদের হার কমিয়েও সুদের পার্থক্য কমানো যেতে পারে। এর মাধ্যমে সুদের হার কমে আসতে পারে।

উদ্বোধনী পর্ব : এর আগে সকালে মিরপুরের বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম) মিলনায়তনে গতকাল 'ব্যাংকার ও গবেষকদের জন্য আন্তর্জাতিক সম্মেলন ২০১৬' শীর্ষক অনুষ্ঠান উদ্বোধন করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির এর উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গভর্নর বলেন, দেশের ব্যাংক খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে উচ্চতর নজরদারির পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায় আনতে বেশ কিছু সুদূরপ্রসারী সংস্কার এনেছে। খেলাপি ঋণ বৃদ্ধির ঘটনা কমিয়ে আনার জন্য ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার কাজটি নিবিড় তদারকির মধ্যে রেখেছে।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন বলেন, খেলাপি হওয়ার সংস্কৃতি, পর্যাপ্ত জবাবদিহি না থাকা এবং কাঙ্ক্ষিত স্বচ্ছতার অভাব সত্ত্বেও সম্প্রসারণশীল ব্যাংক খাত এ দেশের অর্থনীতির উন্নয়নে ভালোই অবদান রেখে চলেছে।

মূল প্রবন্ধে মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন ২০০৭ থেকে ২০০৯ সালে ঘটে যাওয়া বিশ্বমন্দার সময় বাংলাদেশের অর্থনীতির ইতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরেন এবং এর কারণগুলো নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি জানান, ওই দুই অর্থবছরে বাংলাদেশের জনশক্তি ও তৈরি পোশাক রপ্তানি বেশ খানিকটা বেড়েছিল, যা পরবর্তী সময়ে প্রবাসীদের পাঠানো আয় বা রেমিট্যান্স ও বিদেশি মুদ্রার প্রবাহ বাড়াতে সহায়তা করেছে। তা ছাড়া আমদানি ব্যয় কমে আসায় রপ্তানিতেও এর ইতিবাচক প্রভাব ছিল। কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে দেশে কর্মসংস্থানও তখন বেড়েছিল, যা সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করে।

বিআইবিএমের মহাপরিচালক ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরী এ সময় বলেন, বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সবচেয়ে সমালোচিত ইস্যুগুলো হলো খেলাপি ঋণ ব্যবস্থাপনা, সুশাসন ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ব্যর্থতা, অলস তারল্য ও বেসরকারি খাতের ঋণপ্রবাহের ধীরগতি। এ সমস্যাগুলোকে সমাধান করতে হলে নিখুঁত গবেষণা করতে হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন বিআইবিএমের পরিচালক অধ্যাপক ড. প্রশান্ত কুমার ব্যানার্জি।

আজ সোমবার সম্মেলনের শেষ দিনে তিনটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে।